যাকাতের অর্থ: শাব্দিক অর্থ হল পবিত্র হওয়া, খোদা প্রদত্ত বরকতের মাধ্যমে বৃদ্ধি পাওয়া।

পরিভাষায়: প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ মস্তিস্কসম্পন্ন নেসাব পরিমাণ বর্ধনশীল সম্পদের অধিকারী প্রত্যেক মুসলমান ব্যক্তির পক্ষ থেকে উক্ত নেসাবের উপর পূর্ণ এক চন্দ্র বছর অতিবাহিত হলে, শরিয়ত কর্তৃক নির্দিষ্ট ব্যক্তিদেরকে নির্ধারিত অংশের মালিক বানিয়ে দেয়াকে শরিয়তের ভাষায় যাকাত বলে।

সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মতানুসারে মক্কায় যাকাতের বিধান নাযিল হয়। তবে তার বিস্তারিত বিবরণ মদিনায় অবতীর্ণ হয়। [মা'রিফুস সুনান-৫/১৬০]

যাকাতের গুরুত্ব: ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রোকন এবং ইমানের পর সর্বাধিক অপরিহার্য ইবাদত হল যাকাত। কুরআন মাজিদে সালাত-যাকাতের আদেশ বহুবার বহু স্থানে এসেছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, **"তাদের সম্পদ থেকে সদকা [যাকাত] গ্রহণ করুন, যার দ্বারা আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং পরিশোধিত করবেন এবং আপনি তাদের জন্য দুআ করবেন। আপনার দুআ তো তাদের জন্য চিত্ত স্বস্তিকর। আল্লাহ সর্বশ্রোতা,সর্বজ্ঞ।"** [সূরা তাওবা-১০৩]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, **"আমাকে মানুষের সাথে লড়াই করার আদেশ করা হয়েছে যতক্ষণ না তারা যাকাত প্রদান করে।"** [সহিহ বুখারি-২৫] এছাড়াও কুরআন-হাদিসের বিভিন্ন স্থানে যাকাতের এত অধিক গুরুত্ব দিয়েছে যে, এটা ছাড়া দ্বীন ও ঈমানের অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না।

যাকাত না দেয়ার অপকারিতা বা ক্ষতি:

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, **"যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহ তাআলার পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে আপনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন। যে দিন সেগুলো উত্তপ্ত করে তা দ্বারা তাদের মুখমন্ডল,পার্শ্ব ও পিঠে দাগ দেয়া হবে [এবং বলা হবে] এগুলো তোমাদের সেই সম্পদ, যা তোমরা নিজেদের জন্য কুক্ষিগত করে রেখেছিলে। এখন তোমরা নিজেদের অর্জিত সম্পদের স্বাদ আস্বাদন কর।"** [সূরা তাওবা-৩৪-৩৫]

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, **"আল্লাহ তাআলা যাকে ধন-সম্পদ দিয়েছে সে যদি তার সম্পদের যাকাত আদায় না করে, তাহলে তার সম্পদকে কিয়ামতের দিন টাকপড়া বিষধর সাপে রূপ দেয়া হবে। যার চোখের উপর দুটি কালো দাগ থাকবে। কিয়ামতের দিন সেই সাপকে তার গলায় পেঁচিয়ে দেয়া হবে। এরপর সাপ তার মুখে দংশন করতে থাকবে এবং বলবে, আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চয়।"** [সহিহ বুখারি-১৪০৩]

যাদের উপর যাকাত ফরয হয়:

তারা হলেন, সুস্থমস্তিস্ক সম্পন্ন, স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক ঐসকল মুসলমানগণ যারা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক। বছরান্তে তাদের উপর নিসাব পরিমাণ সম্পদের মধ্যে শতকরা ২.৫% যাকাত প্রদান করা ফরয। [বাদায়েউস সানায়ে-২/৭৯,৮২]

যেসব সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হয়: তা পাঁচ ধরণের।

[১] ও [২] সোনা-রূপা।

সোনা-রূপা এগুলো অলংকার আকৃতিতে হোক কিংবা অন্য কোনরূপে, ব্যবহৃত কিংবা অব্যবহৃত সর্বাবস্থাতেই এগুলোর যাকাত দিতে হবে।

সোনা-রূপা ছাড়া অন্য ধাতু তথা হিরা, মণি-মুক্তা, পাথর ইত্যাদি যতই মূল্যবান হোক না কেন যদি ব্যবসায়ীপণ্য না হয় তাহলে সেগুলোর উপর যাকাত আসবে না।

আধুনিক হিসাবানুযায়ী কারো নিকট ৭.৫ তোলা বা ৮৭.৪৮ গ্রাম স্বর্ণ থাকলে তদ্রূপ কারো নিকট ৫২.৫ তোলা বা ৬১২.৩৬ গ্রাম রূপা থাকলে তার উপর যাকাত ফরয।

(যদি কেউ স্বর্ণ কিংবা রূপার দ্বারা যাকাত আদায় করতে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে স্বর্ণ বা রূপার এই নিসাব। আর টাকা-পয়সা দ্বারা আদায় করতে চাইলে সে আলোচনা সামনে আসছে।) [মুসা:আ: রাজ্জাক-৭০৬১,৭০৭৭। সহিহ বুখারি-১৪৪৭]

[৩] নগদ টাকা-পয়সা। নিত্যপ্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা-পয়সা নিসাব [৫২.৫ তোলা বা ৬১২.৩৬ গ্রাম রূপার সমমূল্য] পরিমাণ হয়ে একবছর স্থায়ী হলে বছরান্তে তাতে শতকরা ২.৫% যাকাত দিতে হবে।

হজ্বগমন, ঘর-বাড়ি নির্মাণ, ছেলে-মেয়ের বিবাহ ইত্যাদি যেকোন উদ্দেশ্যে ব্যাংক ব্যালেন্স, ফিক্সড ডিপোজিট, বন্ড, সার্টিফিকেট ইত্যাদি যেকোন পন্থায় গচ্ছিত অর্থ তা নগদ টাকা-পয়সার মতই।

সঞ্চিত অর্থ পৃথকভাবে কিংবা অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে যুক্ত হয়ে নিসাব পরিমাণ হলে বছরান্তে তার উপর শতকরা ২.৫% যাকাত দিতে হবে। তবে বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যদি নিসাবের চেয়ে কমে যায় তাহলে যাকাত দিতে হবে না। [মুসা:আ:রাজ্জাক-৭০৩২,৭০৯১। শামি-২/২৬২,৩০০]

[৪] পালিত পশু [নির্ধারিত নিয়মানুযায়ী]। বর্তমানে আমাদের দেশে এই প্রকারের প্রচলন তেমন নেই।

[৫] সবধরণের ব্যবসায়ী পণ্য। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ব্যবসার নিয়তে কোনো কিছু ক্রয় করলে তা স্থাবর সম্পত্তি হোক যেমন জমি-জমা,ফ্ল্যাট কিংবা অস্থাবর যেমন মুদি সামগ্রী, কাপড়-চোপড়, অলংকার, নির্মাণ সামগ্রী, গাড়ি, ফার্ণিচার,ইলিক্ট্রনিক সামগ্রী, হার্ডওয়্যার সামগ্রী,বইপুস্তক ইত্যাদি তা বাণিজ্য-দ্রব্য বলে গণ্য হবে এবং এগুলোর মূল্য নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে। আর যদি ব্যবসার নিয়তে ক্রয় না করে ব্যবহার কিংবা রেখে দেওয়ার নিয়তে ক্রয় করে থাকে তাহলে সে সম্পত্তির উপর যাকাত আসবে না। চাই তা যতই মূল্যবান হোক না কেন। অবশ্য পরবর্তিতে ব্যবসার নিয়ত করত বিক্রয়ের পর বিক্রিত মূল্যের উপর যাকাতের বিধান কার্যকর হবে।

বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাখা বাণিজ্যক দ্রব্যের মূল্য পৃথকভাবে কিংবা অন্যান্য যাকাতযোগ্য সম্পদের সাথে মিলিয়ে নিসাব পরিমাণ হলে বছরান্তে শতকরা ২.৫% হারে তার যাকাত দিতে হবে।

বিভিন্ন মিল-ফ্যাক্টরী, গার্মেন্টস ইত্যাদি বাণিজ্য শিল্প-কারখানায় ব্যবসায়ী পণ্য তৈরিতে ব্যবহৃত যাবতীয় বাণিজ্যিক সামগ্রী যাকাতযোগ্য সম্পদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তথা এগুলো যাকাতের হিসেবে গণ্য হবে না। [মুসা:আ:রাজ্জাক-৭১০৩-০৪]

উল্লেখিত পাঁচ প্রকার সম্পদের কোনোটি যদি পৃথকভাবে নিসাব পরিমাণ না থাকে; বরং একাধিক প্রকার মিলে এ পরিমাণ হয় যে, একত্র করলে ৫২.৫ তোলা বা ৬১২.৩৬ গ্রাম রূপার সমমূল্য পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি। তাহলে সকল সম্পদ হিসাব করে ২.৫% যাকাত দিতে হবে। [মুস.আ.রাজ্জাক-৭০৬৬]

ব্যক্তি বিবেচনায় নিসাবের প্রকারভেদ:

[ক] কুরবানি এবং যাকাত দুটিই আবশ্যক হবে যদি কারো নিকট নিত্যপ্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ [৫২.৫ তোলা বা ৬১২.৩৬ গ্রাম রূপা কিংবা তার সমমূল্যের] যাকাতযোগ্য সম্পদ একবছর স্থায়ী থাকে। এধরনের ব্যক্তি অন্যকর্তৃক যাকাত-সদকা কিছুই খেতে পারবে না।

[খ] প্রথম সুরতে উল্লেখিত নিসাব পরিমাণ যাকাত যোগ্য সম্পদ যদি কারো নিকট একবছর স্থায়ী না থাকে তাহলে শুধুমাত্র কুরবানি আবশ্যক হবে যাকাত নয়। এধরনের ব্যক্তিও অন্যকর্তৃক যাকাত-সদকা কিছুই খেতে পারবে না।

[গ] যাকাত নয় শুধুমাত্র কুরবানি আবশ্যক হবে যদি কারো নিকট নিত্যপ্রয়োজনের অতিরিক্ত ৫২.৫ তোলা বা ৬১২.৩৬ গ্রাম রূপা কিংবা তার সমমূল্যের যেকোনো ধরণের সম্পদ থাকবে। চাই তা যাকাতযোগ্য সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হোক বা না হোক। এধরনের ব্যক্তিও অন্যকর্তৃক যাকাত-সদকা কিছুই খেতে পারবে না। **উল্লেখিত তিন শ্রেণীর লোকদের উপর সদকাতুল ফিতর আদায় করা আবশ্যক।**

[ঘ] কুরবানি এবং যাকাত কোনোটাই আবশ্যক নয় যদি কারো নিকট নিত্যপ্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকে। এধরণের ব্যক্তি চাইলে যাকাত-সদকা গ্রহণ করতে পারবে। তবে অন্যের কাছে হাত পাতা তার জন্য বৈধ নয়।

[ঙ] যার কাছে নিত্যপ্রয়োজন পূরণ করার মত সম্পদ নেই, সে যাকাত-সদকা তো গ্রহণ করবেই চাইলে অন্যের কাছে নিজের প্রয়োজন প্রকাশ করতে পারবে।

নিত্যপ্রয়োজনের অতিরিক্তের ব্যাখ্যা: নিত্যপ্রয়োজন মানে এমন সব জিনিস, যা মানুষকে সাধারণ জীবন-যাপনে সাহায্য করে, জীবনের অচল অবস্থা নিরসন করে, এ সবই মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। যেমন ঘর, ব্যবহারের কাপড়-চোপড়, থালা-বাসন ইত্যাদি যা মানুষের সাংসারিক কাজে ব্যবহৃত। তদ্রূপ কোন বিশেষ পেশায় নিয়জিত ব্যক্তির জন্য সংশ্লিষ্ট পেশার প্রয়োজনীয় আসবাব-উপকরণ ইত্যাদি। তবে মানুষভেদে প্রয়োজনের মাঝেও ভিন্নতা আসে। কোনো জিনিস কারো প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অপরের জন্য তা মৌলিক প্রয়োজনভুক্ত নয়। মোটকথা, ঐসব আসবাবপত্র যা কখনই ব্যবহৃত হয় না। বা হলেও বৎসরে দু' একবার, তাহলে এধরণের আসবাবই হল নিত্যপ্রয়োজনের অতিরিক্ত।

যাকাতের জরুরী কিছু মাসায়েল

যাকাতবর্ষের শুরু ও শেষে নিসাব পূর্ণ থাকলে যাকাত দিতে হবে। মাঝে নিসাব কমে যাওয়া ধর্তব্য নয়। তবে মাঝে নিসাবের সাথে নতুন সম্পদ যোগ হলে তার জন্য পৃথক বছর পূর্ণ হওয়া লাগবে না। অবশ্য বছরের মাঝে পূর্ণ সম্পদ নষ্ট হওয়ার পর পুনরায় যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় তবে ঐ সময় থেকে পূর্ণ একবছরের হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

মোহরানার যে অংশ বাকি থাকে তা স্বামীর কাছে স্ত্রীর পাওনা। কিন্তু এই ঋণ স্বামীর উপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। অর্থাৎ যাকাতযোগ্য সম্পদ থেকে এই ঋণ বাদ দেওয়া যাবে না; বরং সমুদয় সম্পদের যাকাত দিতে হবে।

স্বামীর কাছ থেকে প্রাপ্য মোহরানা নিসাব পরিমাণ হলেও স্ত্রীর হস্তগত হওয়ার পরই তাতে যাকাত ফরয হবে। হস্তগত হওয়ার পর যদি আগ থেকেই ঐ মহিলার নিকট যাকাতযোগ্য সম্পদ নিসাব পরিমাণ না থাকে তাহলে সদ্যপ্রাপ্ত মোহরানার উপর এক বছর পূর্ণ হলে তার যাকাত আদায় করতে হবে। আর যদি আগ থেকেই তার নিকট নিসাব পরিমাণ অর্থ থেকে থাকে তবে সদ্যপ্রাপ্ত মোহরানা তার সাথে যোগ হয়ে পূর্বের নিসাবের বছর পূর্ণ হলে সমুদয় সম্পত্তির যাকাত আদায় করতে হবে।

যাকাতের টাকা হকদারকে মালিক বানিয়ে দিতে হবে। যাতে সে নিজের খুশি মত প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। কোনো ধরণের জনকল্যাণমূলক কাজ যেমন রাস্তা-ঘাট, পুল, মসজিদ-মাদরাসা ইত্যাদি নির্মাণ কাজে ব্যয় করলে যাকাত আদায় হবে না।

পিতা-মাতা,দাদা-দাদী,নানা-নানী, পরদাদা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ যারা যাকাতদাতার জন্মের উৎস। তদ্রূপ যাকাতদাতার ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি এবং তাদের অধস্তন নারী-পুরুষ কাউকে যাকাত দেওয়া জায়েয নয়। স্বামী এবং স্ত্রী একে অপরকে যাকাত দেওয়া জায়েয নয়। [ফতোয়ায়ে শামি-২/২৫৮]

হাদিসের আলোকে মোট পাঁচ প্রকার খাদ্য দ্বারা **সদকাতুল ফিতর** আদায় করা যাবে। যব, খেজুর, পনির, কিসমিস ও গম। যদি যব, খেজুর, পনির ও কিসমিস দ্বারা সদকা আদায় করা হয় তবে এক 'সা'[৩ kg ২৫০ gm]। আর গম দ্বারা হলে আধা 'সা'।

আর মূল্যের বিবেচনায় পার্থক্য হল, [ক] আজওয়া (উন্নমতমানের) খেজুরের মূল্য কেজি ১০০০/-হলে একজনের সদকায়ে ফিতর হয় ৩২৫৬/- [খ] মধ্যম ধরণের খেজুরের মূল্য কেজি ৩০০/- হলে একজনের সদকায়ে ফিতর হয় ৯৭৭/-। [গ] কিসমিস কেজি ২৩০/- হলে একজনের সদকায়ে ফিতর হয় ৭৪৮/-। [ঘ] পনির কেজি ৫০০/- হলে একজনের সদকায়ে ফিতর হয় ১৬২৮/-। [ঙ] গম কেজি ৩৫/- হলে একজনের সদকায়ে ফিতর হয় ৫৭/-।

[লক্ষনীয় হল] সকল শ্রেণীর মানুষ যদি সবচেয়ে নিম্ন মূল্যমানের দ্রব্য দিয়েই নিয়মিত সদকায়ে ফিতর আদায় করে তবে হাদিসে বর্ণিত অন্য চারটি দ্রব্যের দ্বারা ফিতরা আদায় করবে কে? মূলত: শরিয়তের চাহিদা হল, যে ব্যক্তি যে মানের খাদ্য দিয়ে ফিতরা আদায় করতে সক্ষম সে তা দিয়েই আদায় করবে। এটিই সঠিক নিয়ম, যা নববি যুগে প্রচলিত ছিল।

যাকাত ক্যালকুলেটর

যাকাত আদায়ের নির্দিষ্ট চন্দ্র তারিখ: ..... ।

যাকাত আদায়যোগ্য সম্পদ	পরিমাণ
১. স্বর্ণ [বিক্রয় করতে গেলে যে মূল্য পাওয়া যাবে]	
২. রূপা [বিক্রয় করতে গেলে যে মূল্য পাওয়া যাবে]	
৩. নগদ অর্থ [নিজের কাছে বা অপরের কাছে গচ্ছিত]	
৪. ভবিষ্যতে কোন কাজের জন্য জমানো টাকা	
৫. বৈদেশিক মুদ্রার [বর্তমান মূল্য]	
৬. ব্যাংক, সমিতি বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে [চলতি, সঞ্চয়ী, দীর্ঘমেয়াদী] যেকোন ধরনের জমাকৃত অর্থ [সুদ ব্যতীত]	
৭. স্টক পণ্যের পাইকারী মূল্য	
৮. ব্যাংক লকারে গচ্ছিত সম্পদের অর্থমূল্য	
৯. ফেরতযোগ্য বীমা পলিসিতে জমাকৃত প্রিমিয়াম	
১০.যেকোন বন্ড,ডিবেঞ্চার ও ট্রেজারী বিল ইত্যাদির ক্রয়মূল্য	
১১.ঐচ্ছিক প্রভিডেন্ট ফান্ডের সমুদয় অর্থ এবং বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্ট ফান্ডের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অতিরিক্ত অংশ	
১২.কাউকে ঋণ হিসেবে প্রদত্ত অর্থ [যদি ঋণগ্রহীতা স্বীকার করে এবং তা প্রাপ্তির আশা থাকে]	
১৩.শেয়ার বাজারের মার্কেট ভ্যালু	
যাকাতযোগ্য সম্পদের মোট পরিমাণ	
মোট আদায়যোগ্য সাধারণ ঋণ=	
বিয়োগ পরবর্তী অবশিষ্ট যাকাতযোগ সম্পদ=	
আদায়যোগ্য যাকাত ২.৫%=	

[লক্ষণীয়: এখানে ১ নং থেকে ১৩ নং পর্যন্ত হিসেবের যোগফল 'যাকাতযোগ্য সম্পদের মোট পরিমাণ' ঘরে বসাতে হবে। যদি কোন সাধারণ ঋণ (বাণিজ্যিক ঋণ নয়) থাকে তাহলে তা 'মোট আদায়যোগ্য ঋণ' ঘরে বসিয়ে বিয়োগ দিতে হবে। ঋণ না থাকলে ০ শূণ্য বসিয়ে বিয়োগ করতে হবে। এরপর বিয়োগফল 'যাকাতযোগ্য সম্পদ' ঘরে বসাতে হবে। এই অংশে যে ফলাফল থাকবে তার শতকরা ২.৫% ভাগ বের করলেই আদায়যোগ্য যাকাতের পরিমাণ বের হয়ে আসবে এবং সেই পরিমাণ অর্থ যাকাত দিতে হবে।]

"এবং তোমরা যাকাত আদায় কর।"[আল-বাকারা-৪৩]

রাসূল ﷺ বলেন,

"স্থলভাগে ও সমুদ্রে যত মাল ধ্বংস হয় তা যাকাত না দেয়ার কারণেই।"

[কানযুল উম্মাল-১৬৮৩৩]

রাসূল ﷺ বলেন,

"যে সম্প্রদায় যাকাত দিতে অস্বীকার করবে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষে নিমজ্জিত করবেন।"

[আত তারগিব ওয়াত তারহিব-১১৫৬]

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মুফতি আবু আবদুল্লাহ খালেদ সাইফুল্লাহ

প্রধান মুফতি-ফতোয়া বিভাগ-[০১৮২৪-০৩২ ৫৫৪]

আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া মদিনাতুল উলুম [মাদরাসা], ব্যাংক কলোনী, সাভার, ঢাকা।

দু'আ ও মাগফিরাতের প্রত্যাশায়

হযরত হাফেয মাওলানা নূরুল ইসলাম দা.বা.

মুহতামিম:

আল-মাদরাসাতুল ইসলামিয়া মদিনাতুল উলুম চম্পকনগর [সাতরা], নোয়াপাড়া, সদর, কুমিল্লা।

ইমাম ও খতিব:

মুন্সিবাড়ি জামে মসজিদ, স্টেশন রোড, কুমিল্লা।